167

তারিখ ... 02 OCT. 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ২ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের ডীন, দেশের বিশিষ্ট ওষুধবিজ্ঞানী প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী। গত সোমবার অস্থায়ী ভিসি প্রফেসর শহীদ উদ্দিন আহমদের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তিনি। গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিনেট অধিবেশনে সর্বাধিক ভোট পেয়ে তিনি নীল দলের ভিসি-প্যানেল হতে জয়লাভ করেন। প্রফেসর চৌধুরী হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭তম ভিসি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ঐতিহ্যবাহী গৌরবমণ্ডিত একটি বিদ্যাপীঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই বিশ্ববিদ্যালয় অতীতের বহু আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রেরণাস্থল এবং গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার এক উৎসভূমি হিসাবে চিহ্নিত, জাতীয় ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে লিখিত রয়েছে এই বিদ্যাপীঠ এবং এর ছাত্র-শিক্ষকদের নাম। দেশবাসীর কাছে এই শিক্ষাঙ্গনটির মর্যাদা তাই অনেক উর্ধে। কিন্তু কালক্রমে যে অবক্ষয় দেশের সর্বত্র অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে তার প্রভাব গিয়ে পড়ে দেশের অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও। শিক্ষার উন্নত মহান চেতনা সঞ্জীবিত হয় যেখানে শিক্ষার্থীদের মনে, সেই বিদ্যানিকেতনটি এক সময় হয়ে দাঁড়ায় সংঘর্ষের এক কেন্দ্রভূমি। সন্ত্রাস, গোলাগুলি, ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, হানাহানি, মারামারি, বন্ধ হয়ে যাওয়া, ক্লাস না হওয়া, পড়াশোনা পিছিয়ে যাওয়া, সেশনজট— এসবের পাশাপাশি রক্তও সেখানে কম ঝরেনি। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সন্ত্রাস একটা মারাত্মক ব্যাধির রূপ নিয়েছে। যে ব্যাধির নিরাময় পূর্ণরূপে আজও হয়নি। সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিবেচিত হওয়ার কারণে সৃষ্ট অশান্তির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন বন্ধ থেকেছে। সেগুলোতে চলেছে শক্তির মহড়া। অস্ত্রের ঝনঝনানি। ফলে রক্ত ঝরার পাশাপাশি অনেক সম্ভাবনাময় তরুণকে দিতে হয়েছে জীবন। ছাত্রদের যেমন এসব কারণে পড়াশোনার ক্ষতি হয়, তেমনি তাদের সর্বদা থাকতে হয় আতঙ্কের মধ্যে। আর সে আতঙ্ক অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ছড়িয়ে পড়ে সকল ছাত্রের অভিভাবকদের মধ্যে। তাঁরা উদ্বিগ্ন হন। চিন্তিত হন তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়া এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এই ব্যাপারটি একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন করে সমগ্র দেশবাসীকেও। তারা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ঘটনায় ব্যথিত হয়। শিক্ষাঙ্গন একটি পবিত্র অঙ্গন। জনাব আজাদ চৌধুরী নতুন ভিসি নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে সকলেরই কিছু না কিছু প্রত্যাশা থাকবে। তবে সকলের একটি অভিন্ন প্রত্যাশা হচ্ছে— ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূল এবং সেখানে যে কোন মূল্যে লেখাপড়ার পরিবেশ পুনর্প্রতিষ্ঠা করা। জনাব চৌধুরী বিষয়টি সম্পর্কে যে সম্পূর্ণরূপে সচেতন তা সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর এক সাক্ষাতকার থেকে বোঝা যায়। একটি দৈনিককে দেয়া ঐ সাক্ষাতকারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করে বলেছেন, ক্যাম্পাস থেকে যে কোন মূল্যে সন্ত্রাস নির্মূল করে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। সকল ছাত্র সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতির সামনে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান সৃজনের পরিবেশ ক্ষেত্র হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন বলে সাক্ষাতকারে উল্লেখ করেছেন তিনি। ঐ সাক্ষাতকারে তিনি আরও বলেছেন, তাঁর কাছে সকল দলের ছাত্ররা সমান। তিনি অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করে যুক্তিতর্কে পরস্পরকে মোকাবিলা করার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষাঙ্গণে সঙ্কটের পিছনে যে রয়েছে একটিমাত্র সমস্যা তা দেশবাসী সকলেই জানে। ঐ সমস্যাটির নাম সন্ত্রাস। সন্ত্রাস দূর করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ফিরে আসবে, এতে সন্দেহ নেই। দীর্ঘকাল সন্ত্রাস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে তাণ্ডব চালিয়েছে। সাধারণ অগণিত নিরীহ শান্তিপ্রিয় ছাত্রের লেখাপড়ার ক্ষতি করেছে। সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে। সন্ত্রাস থামানো যায়নি। উল্লিখিত সাক্ষাতকারে নতুন ভিসি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সন্ত্রাসী যে-ই হোক তাকে ধরিয়ে দিন। সন্ত্রাসীদের জন্য মানুষ যেন দুর্ভোগ না পোহায়। তারা কারান্তরালেই থাকুক। জনাব আজাদ চৌধুরী এই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। সন্ত্রাস শুধু শিক্ষাঙ্গনেই নয়, সারা দেশেরই একটি সমস্যা। এর উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন মাত্র একটি নীতি। যে নীতি হচ্ছে এই ব্যাধি নির্মূলে যথাযথ আন্তরিকতা এবং সে কাজে দলমত নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীর ব্যাপারে সমরূপ আচরণ, অন্য কথায় কঠোর নিরপেক্ষ নীতি। আর একই সঙ্গে বাইরে থেকে সন্ত্রাস উস্কে দেয়া, সন্ত্রাসীদের লালন করা, তাদের প্রশ্রয় দেয়া ইত্যাদি রীতি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা উচিত। অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এ ধরনের কারবারই দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যার ফলে সন্ত্রাস দমনে সাফল্য আসেনি। বারবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শোনা গেছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। বারবার শিক্ষাঙ্গন হয়ে উঠেছে রণাঙ্গন। ছাত্রদের পড়াশোনা হয়েছে বিঘ্নিত। সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যাপারে আগেকার ব্যর্থতার কারণগুলো চিহ্নিত করে সেই আলোকে নতুন চিন্তা-চেতনায় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব, শান্তিকে স্থায়ী করাও সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী ও বিরোধী ছাত্র সংগঠন দু'টি শান্তির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ সুফল দিচ্ছে। আমাদের প্রত্যাশা— এ শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। নতুন ভিসি এ ক্ষেত্রেও তাঁর যথাযথ অবদান রাখবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকার লেখাপড়ার পরিবেশ পুনর্প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সফল হবেন—এটাই প্রত্যাশা। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্যই কামনা করি।